বিএলআরআই নিউজলেটার

BLRI Newsletter - a free updates on livestock research and production, Volume 12, Issue 02, 2021

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের এপিএ পুরস্কার অর্জন

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) বাস্তবায়নে সফলতার স্বীকৃতি স্বরূপ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের দপ্তর-সংস্থাগুলোর মধ্যে প্রথম স্থান অর্জন করেছে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই)।

গত ২৪/০৫/২০২১ খ্রিঃ তারিখে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে আয়োজিত সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম বিএলআরআই এর মহাপরিচালক ড. মোঃ আবদুল জলিল মহোদয়ের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নে বিশেষ কৃতিত্বের ফলস্বরূপ বিএলআরআই এই সম্মাননা লাভ করেছে। একই অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট দ্বিতীয় ও মৎস্য অধিদপ্তর তৃতীয় স্থান অর্জন করে।

পুরস্কার বিজয়ের প্রতিক্রিয়ায় বিএলআরআই এর মহাপরিচালক ড. মোঃ আবদুল জলিল বলেন, জাতীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিএলআরআই এদেশের প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে সততা, কর্তব্যনিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে কাজ করে চলেছে। পাশাপাশি বিএলআরআই তার সামর্থ্যের সবটুকু নিয়ে দেশের নানা ক্রান্তিলগ্নেও ভূমিকা রাখছে। এই পুরস্কার আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য আরও বহুগুণ বাড়িয়ে দিল ।

দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় গবেষণা অপরিহার্য

দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় গবেষণা অপরিহার্য বলে মন্তব্য করেছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম।

গত ২৬/০৬/২০২১ খ্রিঃ তারিখ রোজ শনিবার সকালে রাজধানী ঢাকার প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব শ ম রেজাউল করিম, এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) কর্তৃক বাস্তবায়িত পোল্ট্রি গবেষণা ও উন্নয়ন জোরদারকরণ প্রকল্পের ইনসেপশন, অগ্রগতি ও পরিকল্পনা কর্মশালা উদ্বোধন কালে একথা বলেন। এ বিষয়ে মন্ত্রী আরও বলেন, "দেশের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিতে প্রাণিসম্পদ খাতের ব্যাপক ভূমিকা রাখার সুযোগ রয়েছে। এ খাতের বর্তমান অবস্থাকে ছাড়িয়ে আরো সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। পোল্ট্রি খাতের উন্নয়ন জোরদার করার জন্য গবেষণাকে সম্প্রসারিত করতে হবে, আরো গভীরে যেতে হবে। বিজ্ঞানী ও গবেষকদের মেধাকে আরো বিকশিত করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রতিটি খাতে গবেষণায় জোর দেওয়ার কথা বলেন। গতানুগতিকতার বাইরে যখনই

গবেষণায় গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তখনই সারাদেশে পোল্ট্রি খাত বিকশিত হয়েছে। এতে পুষ্টি চাহিদা পূরণের মাধ্যমে মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেড়েছে, গড় আয়ু বেড়েছে, মাতৃ মৃত্যু কমেছে, শিশু মৃত্যু কমেছে। এমনকি করোনায় সৃষ্ট বেকাররা পোল্ট্রি খাতে নিজেদের সম্পৃক্ত করে তাদের বেকারত্ব দূর করছে, উদ্যোক্তা হচ্ছে। এতে গ্রামীণ অর্থনীতি সচল হচ্ছে।"

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতির পিতার স্বপ্ন ও সাধনাকে বাস্তবায়নে পরিশ্রম করে যাচ্ছেন উল্লেখ করে এসময় মন্ত্রী বলেন, "মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়নে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অসাধারণ দূরদৃষ্টি ছিল। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনে বঙ্গবন্ধু প্রাণিসম্পদ খাতকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর দৃষ্টি অত্যন্ত পরিকল্পিত ও বিজ্ঞান-সম্মত ছিল। তাঁর সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি মাংস, দুধ, ডিম সংক্রান্ত খাতকে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে পোল্ট্রি গবেষণা ও উন্নয়ন জোরদ-ারকরণ প্রকল্পসহ এ খাতের সকল প্রকল্পকে গুরুত্ব দিচ্ছেন।"

উক্ত আয়োজনে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব রওনক মাহমুদ এবং সম্মানীয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা) মোঃ তৌফিকুল আরিফ এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডাঃ শেখ আজিজুর রহমান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটির সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মোঃ আবদুল জলিল।

অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন এবং পোল্ট্রি গবেষণা ও উন্নয়ন জোরদারকরণ প্রকল্পের চলমান কার্যক্রমের সার-সংক্ষেপ উপস্থাপন করেন পোল্ট্রি গবেষণা ও উন্নয়ন জোরদারকরণ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ও প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোঃ সাজেদুল করিম সরকার। স্বাগত বক্তব্যের পর পোল্ট্রি গবেষণা ও উন্নয়ন জোরদারকরণ প্রকল্পের অগ্রগতি ও চলমান কার্যক্রম নিয়ে নির্মিত একটি ভিডিওচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

ভিডিওচিত্র প্রদর্শনের পর প্রকল্পের অগ্রগতি ও কর্মপরিকল্পনার উপর উন্মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি ড. মোঃ আবদুল জলিল মহোদয়ের সঞ্চালনায় এসময় অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশেষজ্ঞ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে আগত প্রতিনিধিবৃন্দ প্রকল্পের নানা দিক নিয়ে আলোচনা করেন। বক্তাদের আলোচনায় প্রকল্পটির বিভিন্ন উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা, প্রকল্পটির সবল ও দুর্বল দিক, প্রকল্পটির সমস্যা ও সম্ভবনা, বিদ্যমান সমস্যা দূরীকরণের সমাধানসহ নানা বিষয় উঠে আসে। বিশেষ করে এ সময় বক্তারা পোল্ট্রিখাত নিয়ে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বর্তমানে একটি পোল্ট্রি গবেষণা সেন্টার এবং পরবর্তীতে একটি পোল্ট্রি গবেষণা ইনস্টিটিউট স্থাপনের আশু প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন।

করোনা পরিস্থিতিতে যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে উক্ত আয়োজনে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, পোল্ট্রি উৎপাদন ও খামার ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত বিশেষজ্ঞ ও বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ, বিএলআরআই-এর ঊর্ধ্বতন বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তাবৃন্দ এবং বিভিন্ন গণমাধ্যম হতে আগত প্রতিনিধিবৃন্দ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে এবং বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের তত্ত্বাবধানে পোল্ট্রি গবেষণা ও উন্নয়ন জোরদারকরণ প্রকল্পটি পরিচালিত হচ্ছে।

পোল্ট্রি সংক্রান্ত গবেষণা জোরদারকরণের লক্ষ্যে জুলাই ২০১৯ থেকে জুন ২০২৪ মেয়াদকালে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১২৭ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পটি বিএলআরআই এর প্রধান কার্যালয় (সাভার), আঞ্চলিক কেন্দ্র রাজশাহী, নাইক্ষ্যংছড়ি, যশোর, ফরিদপুর এবং নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।

গবেষণার মাধ্যমে নিরাপদ পোল্ট্রি মাংস ও ডিমের উৎপাদন বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি উদ্ভাবনের লক্ষ্যে পরিচালিত এই প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে পোল্ট্রির প্রজাতিসমূহ সংগ্রহ, সংরক্ষণ, জাত উন্নয়ন এবং অধিক মাংস ও ডিম উৎপাদনশীল স্ট্রেইন উদ্ভাবন; ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত পোল্ট্রি প্রযুক্তিগুলোর ভেলিডেশন, সংস্কারকরণ এবং প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি উদ্ভাবন; অপ্রচলিত ও বিদ্যমান পোল্ট্রি খাদ্য উপাদানসমূহের পুষ্টিগতমান নিরূপণ এবং গবেষণার মাধ্যমে সাশ্রয়ী মূল্যে পোল্ট্রির মাংস ও ডিমের প্রক্রিয়াজাতকরণ ও ভ্যালু এডিশন; পোল্ট্রি বিষয়ক বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে নিরাপদ মাংস ও ডিমের উৎপাদন বৃদ্ধি; পোল্ট্রি খামারীদের প্রযুক্তিগত সহযোগিতা প্রদান ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং বিএলআরআই-এর পোল্ট্রি বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রমের গুণগতমান বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশী-বিদেশী বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান/ল্যাবের সহিত সমন্বিত গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ সৃষ্টি।

খামারী মাঠ দিবস ২০২১ উদযাপিত

ইতিহাসে আওয়ামী লীগ, বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ ও শেখ হাসিনা সমার্থক হয়ে থাকবে বলে মন্তব্য করেছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম এমপি। গত ২৩ শে জুন সাভারের বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) প্রাঙ্গণে ইনস্টিটিউট আয়োজিত 'খামারী মাঠ দিবস ২০২১' অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এ মন্তব্য করেন। বিএলআরআই-এর ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের জাত সংরক্ষণ ও উন্নয়ন গবেষণা প্রকল্পের আওতায় এ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে। এ বিষয়ে মন্ত্রী বলেন, "যতদিন বাংলাদেশ থাকবে, যতদিন বাঙালি জাতি থাকবে, যতদিন এই ভূখণ্ডে লাল-সবুজের পতাকা উড়বে, ততদিন আওয়ামী লীগ, বঙ্গবন্ধু ও শেখ হাসিনা চিরঞ্জীব হয়ে থাকবে। ক্রান্তিকালে বিপর্যস্ত আওয়ামী লীগের দায়িত্ব নিতে হয়েছিল বঙ্গবন্ধুকে। আওয়ামী লীগের দায়িত্ব পাওয়ার পর বাংলার পথে-প্রান্তরে তিনি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। বাঙালির মুক্তির সনদ ছয় দফা ঘোষণা করেছেন।

স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু প্রাণিসম্পদ ও মৎস্য খাতকে সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়েছেন উল্লেখ করে মন্ত্রী যোগ করেন, "এ খাতকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য বঙ্গবন্ধু তখন পরিকল্পনা করেছিলেন। সে সময় যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে তিনি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের বিকাশের কথা বলেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর দূরদৃষ্টিই প্রমাণ করে দেশের উন্নয়নের স্বার্থ বিবেচনায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ গৌণ কোন খাত নয়।

প্রাণিসম্পদ খাতের খামারীদের উদ্দেশ্যে এ সময় মন্ত্রী বলেন, "দেশের প্রান্তিক অঞ্চলের অসহায় মানুষরা কেউই বিপন্ন অবস্থায় থাকবে না। নিজেদের কখনো ছোট ভাববেন না। আপনারা নিজ উদ্যোগে স্বাবলম্বী হোন। সরকার আপনাদের পাশে আছে। করোনায় বিপর্যস্ত খামারীদের ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য প্রণোদনা দেওয়া হয়েছে। আরো প্রণোদনা দেওয়া হবে। সহজশর্তে স্বল্পসুদে ঋণ দেওয়া হবে। দেশের উন্নয়নে আপনাদের অবদান কোন অংশে কম নয়।"

প্রাণিসম্পদ খাতে টিকা সমস্যাসহ অন্য যেকোন সমস্যা থাকলে তা সমাধান করা হবে উল্লেখ করে মন্ত্রী আরো যোগ করেন, "প্রাণিসম্পদের যে রোগের কারণে খামারীরা শঙ্কায় থাকে, মাংস বিদেশে রপ্তানি করা যায় না, সে রোগগুলো নির্মূল করা হবে। সে লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্টরা কাজ করছে। প্রাণিসম্পদ খাতে গৃহীত প্রকল্প গ্রামীণ নারীসহ দরিদ্র মানুষকে স্বাবলম্বী করে তুলছে। তারা অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হচ্ছেন, বেকারত্ব দূর হচ্ছে এবং উদ্যোক্তা তৈরি হচ্ছে। গ্রামীণ অর্থনীতি সচল হচ্ছে। দেশের উন্নয়নে প্রান্তিক মানুষ অবদান রাখছে। এভাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অগ্রসরমান বাংলাদেশ নির্মাণ করে চলেছেন।"

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট বিএলআরআই এর মহাপরিচালক ড. মোঃ আবদুল জলিলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব রওনক মাহমুদ। সম্মানীয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব শাহ্ মোঃ ইমদাদুল হক ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডাঃ শেখ আজিজুর রহমান। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিএলআরআই-এর অতিরিক্ত পরিচালক মোঃ আজহারুল আমিন। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের জাত সংরক্ষণ ও উন্নয়ন গবেষণা প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. ছাদেক আহমেদ। মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ, বিএলআরআই ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের প্রাক্তন ও বর্তমান কর্মকর্তা ও বিজ্ঞানীগণ, বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধি এবং প্রাণিসম্পদ খাতের খামারীগণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

বিএলআরআই'তে "উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক প্রশিক্ষণ উদ্বোধন

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব রওনক মাহমুদ গত ২৬/০৫/২০২১ খ্রিঃ তারিখে প্রধান অতিথি হিসেবে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই)-তে "উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক পাঁচ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

উদ্বোধনকালে সচিব মহোদয় বলেন, প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে বিএলআরআই'র অর্জন প্রচুর, কিন্তু তা সঠিকভাবে বিপণন করা সম্ভব হয়নি। প্রযুক্তি উদ্ভাবনের সাথে সাথে সে বিষয়ে প্রচারণা চালাতে হবে, ভোক্তার কাছে লাভজনক পণ্য হিসেবে তুলে ধরতে পারতে হবে। প্রযুক্তি ব্যবহারকারী তথা প্রান্তিক খামারীদের থেকে প্রযুক্তি বিষয়ে মতামত সংগ্রহ করতে হবে। প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে মাথায় রাখতে হবে তা যেন 'কস্ট ইফেক্টিভ' হয়, 'ইকোনমিক রিটার্ন' যেন বেশি হয়। যে কোন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করার ক্ষেত্রে প্রকল্পের সাথে ব্যাকওয়ার্ড ও ফরওয়ার্ড লিংকেজের মাধ্যমে প্রকল্পটি দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে কতটা ভূমিকা রাখবে সে বিষয়ে 'ইকোনোমিক রিটার্ন অ্যানালাইসিস' থাকতে হবে।

এ সময় সচিব করোনাকালে বিএলআরআই যেভাবে নমুনা পরীক্ষার ব্যাপারে এগিয়ে এসেছে তার ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং বেকারত্ব দূরীকরণে ভবিষ্যৎ কর্মক্ষেত্র সৃষ্টির ব্যাপারে বিএলআরআইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন) ডাঃ মনজুর মোহাম্মদ শাহজাদা। অনুষ্ঠানটির সভাপতি হিসেবে ছিলেন বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএ-লআরআই)-এর মহাপরিচালক ড. মোঃ আবদুল জলিল। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্রের প্রতিনিধিবৃন্দ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন পোল্ট্রি গবেষণা ও উন্নয়ন জোরদারকরণ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ও প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোঃ সাজেদুল করিম সরকার।

সভাপতি ও বিএলআরআই'র মহাপরিচালক ড. মোঃ আবদুল জলিল তাঁর বক্তব্যে সচিব মহোদয় ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, আজকে আমাদের সুযোগ হয়েছে কিছু জানার, কিছু শেখার। আমি আশা করি আমরা এই প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে যা কিছু জানবো, যা কিছু শিখবো, তা আমরা স্ব স্ব ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করতে পারবো।

বিএলআরআইতে কর্মরত ঊর্ধ্বতন বিজ্ঞানীবৃন্দের প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে এবং উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার নানা দিক সম্পর্কে ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা অর্জনের লক্ষ্যে এই প্রশিক্ষণ কর্মশালাটি পরিচালিত হচ্ছে। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন বিএলআরআই এর পাঁচ জন মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বারো জন প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও দুই জন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা। বিএলআরআই কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন পোল্ট্রি গবেষণা ও উন্নয়ন জোরদারকরণ প্রকল্পের আয়োজনে এই প্রশিক্ষণটি পরিচালিত হয়েছে। প্রশিক্ষণে পাঁচ দিনে মোট পঁচিশটি বিষয়ের উপর সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞগণ রিসোর্স পার্সন হিসাবে তাদের বক্তব্য পেশ করেন।

করোনা আমাদের জন্য 'অপরচুনিটি' হয়ে এসেছে

প্রতিটি চ্যালেঞ্জই একেকটি 'অপরচুনিটি'। করোনা চ্যালেঞ্জও আমাদের জন্য 'অপরচুনিটি' হয়ে এসেছে। করোনাকালে মন্ত্রণালয় বিভিন্ন উদ্যোগের মাধ্যমে দেশের মানুষের জন্য ভূমিকা রেখেছে। মানুষ কখনো ভাবেনি যে সরকারি কর্মকর্তারা ঘুরে ঘুরে দুধ-ডিম-মাংস বিক্রি করবে। করোনা আমাদের সেই সুযোগ করে দিয়েছে। এতে করে সাধারণ মানুষের কাছে আমাদের গ্রহণযোগ্যতা বেড়েছে, তাদের সাথে আমাদের সম্পৃক্ততা বেড়েছে, আত্মিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। সরকারি কর্মকর্তাদের দায়িত্ব হচ্ছে সম্পদে সবার 'একসেস' তৈরি করে দেওয়া।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব রওনক মাহমুদ গত ১২/০৬/২০২১ খ্রিঃ তারিখে প্রধান অতিথি হিসেবে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই)-তে "প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক ১২ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মসূচি এবং "পিপিআর ও ক্ষুরারোগের মলিকুলার ডায়াগনোসিস (পিসিআর)" শীর্ষক ১৪ দিনব্যাপী উচ্চতর প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধন ঘোষণাকালে এ কথা বলেন।

এসময় তিনি আরও বলেন, প্রাণিসম্পদ খাতে কাজ করার মত প্রচুর স্থান রয়েছে। গবেষণার মাধ্যমে জাত উন্নয়ন, জাত

সংরক্ষণ, জাত বিশুদ্ধকরণ, অধিক উৎপাদনশীল জাত তৈরি, নিরাপদ প্রাণিজ আমিষের জাত তৈরি প্রভৃতি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করতে হবে। একদিকে যেমন উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াতে হবে, অন্যদিকে তেমনই পুষ্টিগত গুণ-মানও বৃদ্ধি করতে হবে। একই সাথে তিনি বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে গবেষণালব্ধ জাতসমূহ খামারী পর্যায়ে পৌঁছে দেওয়ার জন্য উভয় সংগঠনকে দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন এবং মাঠ পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে মতবিনিময়ের মাধ্যমে বিদ্যমান সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করে তা দূরীকরণের নির্দেশ দেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রাণিসম্পদ-২) শাহ্ মোঃ ইমদাদুল হক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডাঃ শেখ আজিজুর রহমান। অনুষ্ঠানটির সভাপতি হিসেবে ছিলেন বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই)-এর মহাপরিচালক ড. মোঃ আবদুল জলিল। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের প্রতিনিধিবৃন্দ এবং বিএলআরআই-এর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন পোল্ট্রি গবেষণা ও উন্নয়ন জোরদারকরণ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ড. মোঃ সাজেদুল করিম সরকার এবং পিপিআর রোগ নির্মূল এবং ক্ষুরারোগ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ডাঃ মোহাম্মদ ফজলে রাব্বী মন্ডল।

সভাপতি ও বিএলআরআই'র মহাপরিচালক ড. মোঃ আবদুল জলিল তাঁর বক্তব্যে সচিব মহোদয় ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, রমজানে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহের মূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং বড় পরিসরে দুগ্ধ সপ্তাহ আয়োজনের মত কাজ মন্ত্রণালয়ের ভাবমূর্তি বৃদ্ধি করেছে। দেশের প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়নের জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও বিএলআরআইকে সহযোগিতামূলক মনোভাব নিয়ে যৌথভাবে কাজ করতে হবে। এক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়কেই প্রধান সমন্বয়কারী ও দিক-নির্দেশকের ভূমিকা পালন করতে হবে।

বিএলআরআইতে কর্মরত বিজ্ঞানীবৃন্দের প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার নানা দিক সম্পর্কে ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা অর্জনের লক্ষ্যে "প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক প্রশিক্ষণটি পরিচালিত হয়। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন বিএলআরআই-এর ২০ জন ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করছেন। বিএলআরআই কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন পোল্ট্রি গবেষণা ও উন্নয়ন জোরদারকরণ প্রকল্পের আয়োজনে এই প্রশিক্ষণটি পরিচালিত হয়।

অন্যদিকে পিপিআর রোগ নির্মূল এবং ক্ষুরারোগ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের আয়োজনে বিএলআরআইতে "পিপিআর ও ক্ষুরারোগের মলিকুলার ডায়াগনোসিস (পিসিআর)" শীর্ষক প্রশিক্ষণটি পরিচালিত হচ্ছে। আবাসিক এই প্রশিক্ষণটিতে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের বিভিন্ন স্তরের ১০ জন বিজ্ঞানী অংশগ্রহণ করছেন যারা পরীক্ষাগারে অনুশীলনের মাধ্যমে হাতে কলমে পিপিআর ও ক্ষুরারোগ নিয়ন্ত্রণের কলাকৌশল আয়ত্ব করবেন। বাংলাদেশ সরকারের ঘোষিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২০২৬ সালের মধ্যে দেশ থেকে পিপিআর রোগ নির্মূল এবং ক্ষুরারোগ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে পিপিআর রোগ নির্মূল এবং ক্ষুরারোগ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

বিএলআরআই'তে এপিএ বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

গত ১৩/০৪/২০২১ খ্রিঃ তারিখ বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) তে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বিষয়ক দিনব্যাপী একটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাথে বিএলআরআই এর ২০২০-২০২১ অর্থবছরে স্বাক্ষরিত এপিএ অনুযায়ী এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

প্রধান অতিথি হিসেবে প্রশিক্ষণের উদ্বোধন ঘোষণা করেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মোঃ আবদুল জলিল।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক জনাব মোঃ আজহারুল আমিন। প্রশিক্ষণ কর্মশালাটি পরিচালনা করেন ইনস্টিটিউটের প্রশিক্ষণ, পরিকল্পনা ও প্রযুক্তি পরীক্ষণ বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ও মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. নাসরিন সুলতানা। চুক্তির ৩ নং কৌশলগত উদ্দেশ্য 'মানবসম্পদ উন্নয়ন' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিএলআরআই সম্মেলন কক্ষ (চতুর্থ তলা)-এ ইনস্টিটিউটে কর্মরত কর্মচারীদের অংশগ্রহণে প্রশিক্ষণ কর্মসূচিটি আয়োজিত হয়।

বিএলআরআই'র আয়োজনে খামারী মাঠ দিবস উদযাপিত

গত ০৫/০৬/২০২১ খ্রিঃ তারিখ বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইন্সটিটিউট (বিএলআরআই)-এর নাইক্ষ্যংছড়ি আঞ্চলিক কেন্দ্র, বান্দরবানে খামারী মাঠ দিবস আয়োজিত হয়। বিএলআরআই-এ চলমান ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের জাত সংরক্ষণ ও উন্নয়ন গবেষণা প্রকল্পের আয়োজনে এই খামারী মাঠ দিবস পালিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি)-এর নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার। অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি হিসাবে ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপসচিব (প্রাণিসম্পদ-২) ড. অমিতাভ চক্রবর্ত্তী, বিএআরসি-এর পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন বিভাগের সদস্য-পরিচালক ড. মোঃ আবদুছ ছালাম, নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ শফিউল্লাহ, বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের সম্মানিত সদস্য জনাব ক্যানে ওয়ান চাক। এছাড়াও অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিএলআরআই-এর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, বিভাগীয় প্রধানগণ, প্রকল্প পরিচালকগণ, নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ, স্থানীয় শিক্ষক ও সচেতন সমাজের সদস্যসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং স্থানীয় সাংবাদিকগণ।

অনুষ্ঠানটিতে সভাপতিত্ব করেন বিএলআরআই-এর সম্মানিত মহাপরিচালক ড. মোঃ আবদুল জলিল। সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের জাত সংরক্ষণ ও উন্নয়ন গবেষণা প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ড. ছাদেক আহমেদ।

অনুষ্ঠানে খামারীদের মাঝে ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগল পালনের সুফল, অর্থনৈতিক সাফল্য, এই জাতের ছাগল পালনের প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি বিষয়সহ দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগলের গুরুত্ব উপস্থাপন করেন বিএলআরআই-এর মহাপরিচালক ড. মোঃ আবদুল জলিল। খামারীদের ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগল পালনে উৎসাহিত করতে এই আয়োজন করা হয়। মাঠ দিবসকে কেন্দ্র করে বিএলআরআই-এর নাইক্ষ্যংছড়ি আঞ্চলিক কেন্দ্র সেজে উঠেছিল উৎসবের আবহে। সকাল থেকেই খামারীরা অনুষ্ঠান স্থলে জমা হতে থাকে। বিরূপ আবহাওয়া আর মেঘলা দিনেও খামারীরা অসম্ভব আগ্রহ ও উদ্দীপনা নিয়ে খামারী মাঠ দিবসে যোগ দেন। করোনা পরিস্থিতিতে যথাযথ স্বাস্থ্য বিধি মেনে ৩০০ (তিন শত) জন খামারী নিয়ে আয়োজন করা হয় খামারী মাঠ দিবসটি।

"গাভী পালন ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক রিফ্রেসার প্রশিক্ষণ

গত ০৮/০৬/২০২১ খ্রিঃ তারিখ বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইন্সটিটিউট (বিএলআরআই)-এর আঞ্চলিক কেন্দ্র যশোরে অনুষ্ঠিত হয় "গাভী পালন ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক

রিফ্রেসার প্রশিক্ষণ। বিএলআরআই কর্তৃক পরিচালিত ডেইরী উন্নয়ন গবেষণা প্রকল্পের আয়োজনে উক্ত প্রশিক্ষণটি আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন প্রকল্প পরিচালক এবং বিএলআরআই-এর সম্মানিত মহাপরিচালক ড. মোঃ আবদুল জলিল। উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা) জনাব মোঃ তৌফিকুল আরিফ। আরও উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের প্রতিনিধিবৃন্দ এবং বিএলআরআই-এর বিভাগীয় প্রধান,প্রকল্প পরিচালক ও ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিকবৃন্দ। করোনা পরিস্থিতিতে যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে প্রশিক্ষণটি পরিচালনা করা হয়।

"গবাদিপ্রাণি পালন ও ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক খামারী প্রশিক্ষণ

গত ২৮/৫/২০২১, চট্টগ্রাম জেলার আনোয়ারা উপজেলায় রেড চিটাগাং ক্যাটেল উন্নয়ন ও সংরক্ষণ প্রকল্প (২য় পর্যায়), বিএলআরআই কর্তৃক আয়োজিত "গবাদিপ্রাণি পালন ও ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক তিন (০৩) দিনব্যাপী খামারী প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়ে খামারীদের দিকনির্দেশনা প্রদান করেন বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট এর সম্মানীয় মহাপরিচালক ড. মোঃ আবদুল জলিল। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডা: মোঃ রেয়াজুল হক, জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা; ড. এস.এম. জাহাঙ্গীর হোসেন, প্রকল্প পরিচালক, মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও বিভাগীয় প্রধান (বায়োটেকনোলজি বিভাগ), বিএলআরআই। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ডাঃ মোঃ দেলোয়ার হোসেন, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা; ডাঃ নইফা বেগম, ভেটেরিনারী সার্জন। আরও উপস্থিত ছিলেন বিএলআরআই এর ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মোঃ ফয়জুল হোসাইন মিরাজ, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (আরসিসি প্রকল্প) ও সম্প্রসারণ কর্মকর্তা (এলডিডিপি প্রকল্প)।

"ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালন ও ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক খামারী প্রশিক্ষণ

বিএলআরআই আঞ্চলিক কেন্দ্র গোদাগারী, রাজশাহীতে "ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের জাত সংরক্ষণ ও উন্নয়ন গবেষণা" শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে তিন দিন ব্যাপী "ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালন ও ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক খামারী প্রশিক্ষণ গত ২২ মে, ২০২১ খ্রি: তারিখে শুরু হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) এর মহাপরিচালক ড. মো. আব্দুল জলিল। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রনালয়ের যুগ্মসচিব মো: হামিদুর রহমান এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের রাজশাহী বিভাগীয় পরিচালক মহোদয়। এছাড়াও রাজশাহী জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, বিএলআরআই এর বিভিন্ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকগণ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। উক্ত প্রশিক্ষণে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালনকারী ৩০ জন খামারী যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে অংশগ্রহণ করছেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিএলআরআই এর প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও প্রকল্প পরিচালক ড. ছাদেক আহমেদ। অতিথিবৃন্দ ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের বৈশিষ্ট্য, গুরুত্ব ও অবদান তুলে ধরে এইজাতের সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণে ভূমিকা পালন করার জন্য আহ্বান জানান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে মহাপরিচালক অতিথিবৃন্দকে নিয়ে নব নির্মিত ছাগল খামার পরিদর্শন করেন। প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সমন্বয়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন বিএলআরআই এর ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা আবু হেমায়েত।

ফরিদপুর আঞ্চলিক কেন্দ্র পরিদর্শন

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট এর ফরিদপুর আঞ্চলিক কেন্দ্র পরিদর্শন করেন মহাপরিচালক জনাব ড. মো: আবদুল জলিল, অতিরিক্ত পরিচালক জনাব মো: আজহারুল আমিন। এ সময় বিএলআরআই এর ঊর্ধ্বতন বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বিএলআরআই এর ট্রাস্টি বোর্ডের সভা অনুষ্ঠিত

গত ০৬/০৪/২০২১ খ্রিঃ তারিখ বেলা ১০.০০ ঘটিকায় বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) এর প্রশাসনিক ভবনের সম্মেলন কক্ষে ইনস্টিটিউটের ট্রাস্টি বোর্ডের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ইনস্টিটিউটের সম্মানিত মহাপরিচালক ড. মোঃ আবদুল জলিল সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন বিএলআরআই এর ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যবৃন্দ এবং বিভিন্ন বিভাগের বিভাগীয় প্রধানগণ। বৈঠকে মহাপরিচালক মহোদয় বিএলআরআই-এ কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পেনশন প্রদানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন। এসময় বিএলআরআই এর বর্তমান আর্থিক হিসাব, সঞ্চিত অর্থ দিয়ে বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র ক্রয়সহ অন্যান্য বিবিধ বিষয়ে আলোচনা হয়।

বিএলআরআই-এর মহাপরিচালক ড. মোঃ আবদুল জলিল মহোদয়ের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ

গত ৩১/০৫/২০২১ খ্রিঃ তারিখ রোজ সোমবার বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই)-এর মহাপরিচালক ড. মোঃ আবদুল জলিল মহোদয়ের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করে World's Poultry Science Association, Bangladesh Branch-এর নেতৃবৃন্দ। এসময় তারা ড. মোঃ আবদুল জলিল মহোদয়কে বিএলআরআই-এর মহাপরিচালক নিযুক্ত হওয়ায় ফুলেল শুভেচ্ছা প্রদান করেন। উভয় পক্ষই ভবিষ্যতে আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্ক জোরদারকরণ ও পারস্পরিক সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাব নিয়ে কাজ করার অঙ্গীকার করেন।

উপদেষ্টা
ড. মোঃ আবদুল জলিল
মহাপরিচালক
সম্পাদনা পরিষদ
ড. ছাদেক আহমেদ
মোঃ আল-মামুন
মোঃ জাহিদুল ইসলাম
দেবজ্যোতি ঘোষ